দৈনিক সংবাদ

তারিখ 31 DEC 1988
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

33

ক্যাম্পাসে উত্তেজনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি নিয়ে গোটা অভিভাবক সমাজের সাথে আমরাও চিন্তিত। প্রায় প্রতিদিনই ছাত্রছাত্রীদের সংঘর্ষের সচিত্র খবর দৈনিকগুলোতে আসছে। ব্যাহত হচ্ছে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ। এ অবস্থা গড়িয়ে শিক্ষার্থীদের জন্যে আরো বড় ধরনের ক্ষতি অপেক্ষা করছে কিনা কে জানে! আমরা দেখতে পাচ্ছি, বর্তমান বিভেদাত্মক ঘটনাগুলোর রেশ ধরে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও প্রতিক্রিয়া হচ্ছে।

যে কোন অন্যায়ের প্রতিবাদ এবং এর প্রতিকার আমাদের সহজাত প্রত্যাশা। কিন্তু প্রতিবাদের নামে এবং পাল্টা প্রতিরোধের নামে প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক অবস্থান কখনই কাম্য নয়। দুঃখের সাথে বলতে হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতিকে সে দিকেই নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কোন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মহলই একে মেনে নিতে পারে না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন হেনেংকারির যে অভিযোগ উঠেছে তাতে সকলেই স্তম্ভিত, মর্মাহত। সঙ্গত কারণেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এর প্রতিক্রিয়া হতে বাধ্য, হয়েছেও। যৌন নিপীড়নবিরোধী বিভিন্ন কর্মসূচি তারা পালন করছেন। সমাজের অন্যান্য স্তরের প্রতিনিধিরাও প্রতিবাদে এগিয়ে এসেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন। অভিযুক্ত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে আপাতত কতিপয় শাস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। তারপর তদন্ত কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। আমরা মনে করি, অপরাধের অভিযোগ তা যত বড়ই হোক যখন উঠে, তার প্রতিকার বা শাস্তি আইনের পথ ধরেই নির্ধারিত হতে হবে। এটাই সভ্য সমাজের রীতি। এখানে কোন ধরনের ভাবাবেগ বা ক্ষুদ্র দলীয় প্রভাব প্ররোচিত কর্মকাণ্ড কাঙ্ক্ষিত নয়। তাতে জটিলতা বাড়ে বই কমে না। আমরা আশা করেছিলাম তদন্ত কমিটির রিপোর্টের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলনকারী ছাত্রছাত্রীরা অপেক্ষা করবেন। কারণ অভিযুক্ত শিক্ষকদের শাস্তি তদন্ত রিপোর্টের ভিত্তিতেই হতে হবে। ক্লাস না করে প্রতিদিন মিছিল বের করে অভিযুক্তদের শাস্তির দাবি জানানো, কুশপুত্তলিকা দাহ করাসহ প্রতিদিনকার বিভিন্ন কর্মসূচি এবং একে কেন্দ্র করে ক্যাম্পাস উত্তপ্ত করে তোলার প্রবণতা সমর্থনযোগ্য নয়। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি সমুন্নত রাখার নামে 'সচেতন ছাত্রসমাজ' নামে যারা পাল্টা ব্যবস্থা নিচ্ছেন তাও মোটেই কাঙ্ক্ষিত নয়। তাতে গোটা বিষয়টিই জটিলতর হয়ে উঠছে। এতে আর যাই হোক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি সমুন্নত হচ্ছে না, ভূলুণ্ঠিতই হচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি সমুন্নত রাখার দায়িত্ব 'সচেতন ছাত্রসমাজ' নামের কোন গ্রুপের নয়। গোটা ছাত্রসমাজই এর গ্যারান্টি। তাদের নীতিনিষ্ঠ অবস্থানই এর বড় পাথেয়। সুতরাং, পরিস্থিতি জটিল করে তোলার কোন অপচেষ্টা কিম্বা আন্দোলনের নামে বহিরাগতদের ক্যাম্পাসে অনুপ্রবেশ সাধারণ শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে সমর্থন পেতে পারে না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই একটি ঘটনা সত্য মিথ্যা যাই হোক, দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ অনেকই রয়েছে এবং এই অভিযোগগুলোকে একেবারে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেয়ার উপায় নেই। দুঃখের বিষয়, জাহাঙ্গীরনগরে বা অন্যত্র আন্দোলন শুরু হওয়ার আগে কেউ অভিযোগগুলোকে গুরুত্বের সঙ্গে নেননি। আন্দোলনের নামে বাড়াবাড়ির যারা নিন্দা করছেন তাদের এই বিষয়টি উপেক্ষা করলে চলবে না। আচরণবিধি তৈরি করেই হোক, কিম্বা গোপন তদন্ত ও বিচারের ব্যবস্থা করেই হোক শিক্ষাঙ্গনকে ছাত্রীদের জন্য নিরাপদ করতেই হবে।